আরামবাগে বাড়ছে বিজেপির সদস্য সংখ্যা, সভা করে গেল বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সম্প্রতি হুগলি জেলার আরামবাগ ঘুরে গেলেন বিজেপির এক কেন্দ্রীয় দল। আগামী দিনে লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কিভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনকে জোরালো করতে হবে এবং সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে কিভাবে একসাথে বিজেপির কর্মী ও সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে সেই নিয়েই আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সাথে বৈঠক করেন এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। উল্লেখ্য, আজ কলকাতায় সভা করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিম মেদিনীপুরে এক বিশাল জনসভা করে গেছেন। তার পরে আজ সভা করছেন অমিত শাহ। অর্থাৎ আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে হেভিওয়েট নেতাদের এনে বিজেপি যে আন্তরিকভাবে জয়লাভের চেষ্টা করবে তা তাদের লাগাতার কর্মসূচিতে ফুটে উঠছে। এরাজ্যে যখন যে দল ক্ষমতায়, তখন সেই দলের হেভিওয়েটেরা কোথাও সভা করলে তাতে রীতিমতো লোকসমাগম হবে, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু বিরোধী দলের বিশেষ করে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী মোদির সভায় যেভাবে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা ভীড় করেছিলেন, তা কিন্তু এরাজ্যের শাসকদলকে ভাবিয়েছে। তাই লোকসভা নির্বাচনে দুই অঙ্কের আসন পেতে মরিয়া হয়ে জনসংযোগকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। উল্লেখ্য, বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সদ্য নির্বাচিত হয়েছেন বিমান ঘোষ। তিনি পদে এসেই আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে এক জায়গায় আনতে পেরেছেন। প্রথমত এটাই তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন কাজ ছিল। এদিন অমিত শাহের সভাকে সফল করতে ও নানান কর্মসূচি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আরামবাগে এসে জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ সহ প্রতাপ ব্যানার্জী, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, মধুসূদন বাগ, অসিত কুণ্ডু, সুমন তেওয়ারী প্রমুখদের নিয়ে সভা করেন। এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় সদস্য ধ্রুবত ওড়াডিয়া (পাঞ্জাব স্টেট কমিটির সদস্য), আশীষ জয়সওয়াল (স্টেট স্পোর্টস সেলের কনভেনার), ভগবান সিং (স্টেট স্বচ্ছ ভারত কনভেনার) প্রমুখ। তিন দিন ধরে তাঁরা আরামবাগের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ। এই সভাটি আরামবাগের দৌলতপুর পার্টি অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বিমান ঘোষ জানান, প্রধানত অমিত শাহের সভাকে সফল করতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আশা করছি, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা থেকে হাজার পাঁচেক কর্মী ও সমর্থক তাঁর সভায় যোগদান করবেন। তিনি আরও বলেন, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দায়িত্ব নেবার পর সদস্য সংখ্যা প্রায় তেরোশো বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও মানুষ আমাদের সদস্য হবেন। জানা গেছে, নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের উদ্যোগে ডিসেম্বরে রাজ্য জুড়ে বিজেপি যে রথযাত্রা কর্মসূচি তার মধ্যে তারাপীঠ অন্যতম। এছাড়াও গঙ্গাসাগর ও কোচবিহার থেকেও এই রথযাত্রার সূচনা হবে। প্রতিটি বিধানসভা ছুঁয়ে যাবে এই রথ। সুতরাং রাজ্য জুড়ে সংগঠন গোছাতে ও সদস্য সংখ্যা বাড়াতে বিজেপি যে জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠাতে শুরু করেছে তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে বিজেপির পথ অবরোধ

শ্যামল রায়, পূর্বস্থলী ঃ শুক্রবার পূর্বস্থলী ভারতীয় জনতা পার্টির ৩৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকের কালনা-কাটোয়া রোডে জাহাননগর চৌরাস্তা মোড়ে পথ অবরোধ হয়। এদিন সকাল থেকে বিজেপির কয়েকশো সমর্থক পথ অবরোধ শুরু করে। নেতৃত্বে ছিলেন ৩৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি বিমান ঘোষ। এছাড়াও নেতৃত্বে ছিলেন সঞ্জীব রাউথ, বিশ্বনাথ গুই, কৌশিক নাথ, লক্ষণ দেবনাথ ও ভুবন চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকে। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডে তাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপর অত্যাচার ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। রাজ্য নেতাদের উপর হামলা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্ব। সারা রাজ্যের সাথে পূর্বস্থলীতেও পথ অবরোধ হয়। পরে পুলিশের তৎপরতায় ও মধ্যস্থতায় অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেয়।

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন দিগন্ত খুলে চালু হল জরুরী পরিষেবা সহ ডায়ালিসিস ইউনিট

শ্যামল রায়, পূর্বস্থলী ঃ দুশোর বেশি শয্যা নিয়ে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল চলছে। দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কোনোরকম অভিযোগ না উঠলেও হাসপাতালের চারিদিকে পাঁচিল দেওয়া দরকার বলে মনে করছেন অনেকেই। যত্রতত্র গরু, ছাগল ও শুয়োরের আনাগোনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। তবে কয়েক বছর যাবৎ কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে যথেষ্ট তৎপর কর্তৃপক্ষ। তাই হাসপাতালে আরও জরুরী পরিষেবা দিতে চালু হয়ে গেল হাইডিপেনেনসী ইউনিট। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪০০ বর্গমিটার জায়গাতে তৈরি হয়েছে ৬ শয্যাবিশিষ্ট এই ইউনিট। হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এক বছর আগে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তর এটি তৈরি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। এছাড়াও ইউনিটের একপাশে ২ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রণব রায় জানিয়েছেন, আগামী ১৫ আগস্ট থেকে এই এইচডিইউ চালু হবে। তারপর থেকেই চালু হয়ে যাবে ডায়ালিসিসও। এই রকমই পরিকল্পনা রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, এইচডিইউ বিভাগে এই মুহূর্তে থাকবেন ৫ জন চিকিৎসক এবং ৮ জন নার্স। এখানে থাকবে তিনটি ভেন্টিলেটার, দুটি বাই পাট ও একটি ডিবিকিরেটর যন্ত্র। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত এই বিভাগে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসক ও নার্সরা রোগীদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। হাসপাতাল সুপার রতন শাসমল জানিয়েছেন, আহত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে এই হাসপাতালে। এর ফলে কাটোয়া এবং তার আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা রোগীদের বর্ধমান বা কলকাতায় রেফার করার সম্ভাবনা থাকবে না, ফলে মৃত্যুর আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। একথা জোর দিয়েই জানিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধায়। তিনি আরও জানিয়েছেন, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালটাকে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও প্রত্যেক জেলা থেকে আসা রোগীদের কাছে একটা আধুনিক হাসপাতালের রূপ দেওয়া হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

বড়ঞায় বধূকে খুন করে ঝুলিয়ে দেবার অভিযোগে গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ বাবার বাড়ি থেকে ২ হাজার টাকা ও কিছু মুদির দোকানের মাল আনতে বলেছিল এক বধূকে তাঁর স্বামী ও শাশুড়ি। বধূ তাঁর বাবার বাড়িতে ওই কথা জানালেও টাকা ও মুদির দোকানের মাল নিয়ে যেতে রাজি হননি। তার জন্য এক বধূকে চরম সাজা পেতে হল শ্বশুর বাড়িতে। স্বামী ও শাশুড়ির হাতে খুন হলেন বধূ। বধূর পিতা পুলিশের কাছে এমনই অভিযোগ করেছেন। পুলিশ অবশ্য অভিযোগ পেয়ে বধূর শাশুড়ি ও স্বামীকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের কান্দির বড়ঞা থানার কুরুন্নরুন গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বধূর নাম ছবি ঘোষ (৩৫)। বাড়ি বড়ঞা থানার কুরুন্নরুন গ্রামে। দেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্ত করে বাড়ির লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বধূর পিতা হরিসাধন ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে একটা খুনের মামলা শুরু করা হয়েছে। ঘটনায় বধূর স্বামী পার্থ ঘোষ ও শাশুড়ি মীরা ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এলাকার গ্রামবাসীদের কথায়, প্রায় ১৮ বছর আগে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার লোহারন্দী গ্রামের মেয়ে ছবির সাথে বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের কান্দির বড়ঞা থানার কুরুন্নরুন গ্রামের বাসিন্দা পার্থর। বর্তমানে ওদের একটি ১৫ বছরের মেয়েও রয়েছে। পার্থ চাষবাস করত। বধূর পিতা হরিসাধন ঘোষ পুলিশের কাছে অভিযোগ করে জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকে আমার মেয়েকে ওরা অত্যাচার করত। দেখতে পারত না। তারপর মেয়ের সন্তান হবার জন্য শ্বশুর বাড়িতে সকলের চক্ষুশূল হয় আমার মেয়ে। ছবি প্রায়ই আমার কাছে থাকত। সদ্য মেয়ের শ্বশুর বাড়ি থেকে দুই হাজার টাকা ও কিছু মুদির দোকানের মাল আনতে বলেছিল এক বধূকে তাঁর স্বামী ও শাশুড়ি। মেয়ে আমাকে ওই কথা জানালেও টাকা ও মুদির দোকানের মাল নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। তারপরই বৃহস্পতিবার খবর আসে মেয়ে মারা গেছে। আমার মেয়েকে ওরা মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি।

টাকা হাতাতে জামাইকে মারধর করে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ স্ত্রীসহ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ নজর জামাই-এর টাকার দিকে। টাকা হাতিয়ে নিতে জামাইকে বেধড়ক মারধর করে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এরকমই এক অভিযোগ উঠেছে খোদ স্ত্রীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি থানার খুটিয়ালা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, জামাই-এর টাকা হাতিয়ে নিয়ে খুন করা হয়েছে তাকে। তাঁদের বক্তব্য, গত ২০১১ সালের ১৮ নভেম্বর পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডাল থানার দক্ষিণ খণ্ডগ্রামের বিবেকানন্দ ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয় গঙ্গাজলঘাঁটি থানার খুটিয়ালা গ্রামের বিশ্বনাথ ঢ্যাং-এর মেয়ে পূর্ণিমার। তাঁদের তিন বছরে একটি মেয়েও রয়েছে। মৃত বিবেকানন্দ ঘোষের ভাই বিপ্লব ঘোষের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন অছিলায় টাকার দাবিতে তাঁর দাদাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত তাঁর বৌদি পূর্ণিমাদেবী। এতে মদত ছিল পূর্ণিমাদেবীর বাবা বিশ্বনাথ ঢ্যাং, মা ঊষা ঢ্যাং ও শ্যালক রমেশ ঢ্যাং-এর। বিবেকানন্দের ওপর নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত তারা। এই বিষয়ে তাঁরা আগেই অণ্ডাল থানায় মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। হঠাৎ করে বৌদি পূর্ণিমা ঢ্যাং চলতি বছরের গত ৫ আগস্ট থেকে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি খুটিয়ালা গ্রামে গিয়ে থাকতে শুরু করে। এজন্য নিয়মিত টাকার দাবি করত পূর্ণিমাদেবী। ফলে টাকা নিয়ে বিবেকানন্দবাবু শ্বশুরবাড়ি যান। সেখানে গিয়ে বিবেকানন্দবাবু ফোনে বাড়ির লোককে জানান, তাঁকে ব্যাপক মারধর করে সব টাকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে বিপ্লববাবু জানান। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর তাঁর বৌদি পূর্ণিমাদেবী ফোন করে জানায়, তাঁর দাদা বিবেকানন্দবাবু অসুস্থ। তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই খবর পেয়ে বিবেকানন্দবাবুর বাড়ির লোকজন বাঁকুড়া সম্মলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে বিবেকানন্দের। তাঁর শরীরের অনেক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিবেকানন্দবাবুকে খুনের অভিযোগ এনে বৌদি পূর্ণিমা ঢ্যাং, শ্বশুর বিশ্বনাথ ঢ্যাং, শাশুড়ি ঊষা ঢ্যাং ও শ্যালক রমেশ ঢ্যাং-এর বিরুদ্ধে গঙ্গাজলঘাঁটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিপ্লববাবু।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিশ তাদের সন্ধান শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

একই গাছে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় যুবক ও যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ একই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবক ও যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় তালডাংরায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার কদমা গ্রাম এলাকায়। এই মৃত যুগলের নাম কৃষ্ণ লোহার (২৪) ও বকুল লোহার (১৬)। মৃত দুজনেরই বাড়ি সিমলাপাল থানা এলাকায়। প্রাথমিকভাবে এটিকে প্রেমের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। কৃষ্ণের বাড়ি জিরাবাইদ-ভুরুডাঙ্গা গ্রামে আর বকুল লোহারের বাড়ি বাঁশীপুরে। পেশায় রাজমিস্ত্রী ছিল কৃষ্ণ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, কৃষ্ণ লোহারের সঙ্গে বকুল লোহারের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বকুল দীর্ঘদিন তার মামাবাড়ি জিরাবাইদে থাকার কারণেই এই সম্পর্ক তৈরি হয় বলে জানা গেছে। শুক্রবার সকালে কদমা আশ্রম এলাকার একটি গাছে যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তালডাংরা থানায় খবর দেন। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় পুলিশ। মৃতার মামা ধনঞ্জয় লোহার বলেন, এক বছর বয়স থেকে বকুল তাঁদের বাড়িতে রয়েছে। দু'জনের মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে তাঁরা তা বুঝতে পারেন নি। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়ার পর শুয়ে পড়েছিল বকুল। তারপর কখন যে বকুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই খবর পেয়ে তালডাংরা থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বকুল লোহার জিরাবাইদ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে আসা শববাহী ব্যক্তি থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসাদার ও ঘাটের কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ মনিপুরঘাট রোডে গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করতে এসে মদ্যপায়ীরা অশান্তি তৈরি করে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিদিনকার এই ধরনের আচরণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মহাশ্মশানে থাকা কর্মী থেকে শুরু করে ব্যবসাদাররা। মহাশ্মশান প্রাঙ্গণে মদ বিক্রির সেরকম ব্যবস্থাপনা না থাকলেও শববাহীদের সাথে আসা লোকজনের হাতে প্রকাশ্যে চোখে পড়ে মদের বোতল। তাই মহাশ্মশান প্রাঙ্গণে মদ্যপায়ীদের বাড়বাড়ন্তে মাঝে মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়। মদ্যপায়ীদের উৎপাতে একটা আতঙ্ক থাকে সর্বদা মহাশ্মশানকে ঘিরে। তাই জানা গিয়েছে, মহাশ্মশান প্রাঙ্গণে একটি পুলিশ পিকেট বসলে এই ধরনের আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শবদাহ করতে আসা একটা অংশের যাত্রীরা। তাই একটি পুলিশ পিকেট বা পুলিশ কাম্পের দাবি উঠেছে শ্মশান যাত্রীদের তরফ থেকে। নবদ্বীপ মহাশ্মশান একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্মশানে পরিণত আজ। চৈতন্যভূমি নবদ্বীপে মৃতদেহ সৎকার করলে অনেকের কাছেই পুণ্যবান হয় বলে কথিত। তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মৃতদেহ মহাশ্মশানে নিয়ে আসেন সৎকার করতে। নবদ্বীপ মহাশ্মশান ইতিমধ্যেই শ্মশান যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ। তবে নবদ্বীপের বিশাল আকারের শ্মশানে রয়েছে দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি। আরও ভীড়ের চাপ কমাতে নবদ্বীপ পৌরসভার পরিচালিত এই মহাশ্মশানে আরও দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কাঠের চুল্লিতে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা। এলাকার একটা অংশের অভিযোগ, মৃতদেহ সৎকার করতে আসা যে সমস্ত যাত্রীরা আসেন তাঁদের এতটাই ভীড় যে তাঁরা মদ খেয়ে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। তবে এই সমস্ত আতঙ্কের মধ্যে থেকেও ব্যবসায়ীরা অনেকাংশে বিশৃঙ্খলার সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করেন। তবুও মদ্যপায়ীদের আচরণ এতটাই ভয়ানক হয়ে ওঠে যেকোনো সময় এই বিশৃঙ্খলা থেকে সাংঘাতিক আকার নিতে পারে। তাছাড়াও এখানে রয়েছে দুষ্কৃতীদের উপদ্রব। অভিযোগ, এক ধরনের দুষ্কৃতীদের উপদ্রবে সৎকার করতে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে অনেক সময় লোপাট হয়ে যায় টাকা-পয়সা, কাগজপত্র এবং জামাকাপড়। তাই

সব সময় একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে আসা শববাহী থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসাদার এবং ঘাটের কর্মীরা। তবে নবদ্বীপ পৌরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা জানিয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করলে পুণ্য লাভ হয় এই আশা নিয়েই এখানে দূর-দূরান্ত থেকে মৃতদেহ সৎকার করতে আসেন। সকলের কাছেই শান্তি বজায় রাখা একান্ত কাম্য। সকলের সহযোগিতায় একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হতে পারে, তবে সব লোকেই যে অসভ্যতা করে এমনটা নয়। পুলিশ সদা সতর্ক থেকে মহাশ্মশানে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা সর্বদা চালিয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকেও কড়া নজরদারি রাখা হয় নবদ্বীপ মহাশ্মশানে। কোনও রকম অভিযোগ বা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে নবদ্বীপ পুলিশ প্রশাসন।

নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার পাল জানিয়েছেন, নবদ্বীপ মহাশ্মশানের ঐতিহ্য আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। আমরা অভিযোগ পেলে তৎক্ষণাৎ কড়া ব্যবস্থা নিই এবং মহাশ্মশানের শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি রাখা হয়।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ **আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী**
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর
(নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- **উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।**
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017